বর্ধমান জিলা পরিষদ

কারিগরি বিভাগ

কোর্ট কম্পাউন্ড, পো: ও জেলা - **বর্ধমান** (পিন-৭১৩১০১)

ফেরী ইজারার জন্য দরপত্র আহ্বান (সিল মোহর করা খামে)

স্মারক সংখ্যা :- ডি.ই./ফেরী /১৬৫ তারিখ :-১৮/০১/২০১৭

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্ধমান জিলা পরিষদের অধীন কাটোয়া /কালনা/ সদর /দুর্গাপুর মহকুমা এলাকায় নিম্নলিখিত ফেরীঘাট সমূহের জন্য সিল মোহর করা খামে **এক বছরের জন্য** (২০১৭-২০১৮ আর্থিক বর্ষে) দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। সমস্ত দরপত্র নিম্নলিখিত তারিখ, সময় সূচী অনুযায়ী জিলা বাস্তুকার, বর্ধমান জেলা পরিষদ এর অফিসে নির্দিষ্ট বাক্সে জমা দিতে হইবে। দরপত্র নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের মধ্যে অফিস চলা কালীন যে কোন সময়ে জমা দেওয়া যেতে পারে।

ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে দরপত্র জমা দিবার পূর্বে ঘাটের অবস্থান, নদীর প্রকৃতি, উভয় দিকের রাস্তা ইত্যাদির বিষয়ে সম্যক বিবেচনা করিয়া দরপত্র জমা দিতে হইবে। পরে এ বিষয়ে কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না। সরকারি আদেশনামা অনুযায়ী নিরাপত্তার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন অবশ্যই গ্রহন করিতে হইবে। প্রতিটি ফেরী ঘাটের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে দরপত্র সাদা কাগজে দর উল্লেখ করে নিম্নলিখিত তথ্য সহ জমা দিতে হইবে।

১ ভোট দেবার পরিচয় পত্রের নকল।

২ নির্দিষ্ট **জামিন জমার অর্থ,** ড্রাফ্ট/ পে অর্ডার এর মাধ্যমে জিলা বাস্তুকার, বর্ধমান জিলা পরিষদ -এর অনুকূলে, বর্ধমান শহরের কোন সিডিউল ব্যাঙ্ক এর উপর প্রদেয় হইতে হইবে। (Earnest money through Bank Draft /Pay order will be **in favour of District Engineer , Zilla Parishad, Burdwan, payable at Burdwan**)

সর্বোচ্চ সফল ডাক দাতাকে বাকি অর্থ দরপত্র খোলার দিনই অর্থাৎ ০৮ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার নগদে অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট এর মাধ্যমে বর্ধমান জিলা পরিষদ এর নামে জমা দিতে হইবে এবং বর্ধমান জিলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সাত দিনের মধ্যে ফেরী মাশুলের হারের তালিকা সহ (যার মেমো নং-৬৭৮২-পি.এন./ও/এক/২বি-১/২০০৪(অংশ-১) তাং-২১/১২/২০০৫) কবুলিয়ত পত্র জিলা পরিষদের নির্দেশমত ২ জন বিশিষ্ট জামিনদাতার নাম, ঠিকানা ও সহি সহ লেখা পড়া করিয়া রেজিষ্ট্রি করিয়া দিতে হইবে, অন্যথায় বন্দোবস্ত বাতিল বলিয়া গন্য হইবে।

অসফলকারী ডাকদাতাগনের জামিন জমার টাকা জিলা বাস্তুকারের বিবেচনা মত ডাক শেষ হইবার পর ফিরত দেওয়া যাইতে পারে। যে সমস্ত ব্যক্তি / সংস্থা পূর্বে জিলা পরিষদের দেওয়া টাকা পরিষোধ করেন নাই বা জিলা পরিষদের শর্তানুযায়ী ঘাট ঠিকমত চালাইতে পারেন নাই তাহাদের দেওয়া দরপত্র গ্রহণ করা হইবে না। ফেরী মাসুলের হারের তালিকা ও চুক্তিপত্রে বর্নিত অন্যান্য শর্তাবলী সমূহ ডাকে অংশগ্রহণ করিবার পূর্বেই জিলা পরিষদের নোটিশ বোর্ডে/অফিসে দেখিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। প্রকাশ থাকে যে, জিলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ প্রাপ্ত ডাক গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন। এই বিজ্ঞপ্তির প্রচারিত হইবার পরও অনিবার্য্য কারনে জিলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ কোন কারন না দর্শাইয়া প্রকাশিত যে কোন ফেরী ঘাটের বা সমস্ত ফেরীঘাট গুলির দরপত্র বাতিল করিবার/অনুমোদন করিবার অধিকার ও সংরক্ষিত রাখিতেছেন।

ক্রমিক সংখ্যা	ফেরী ঘাটের নাম	মহকুমার নাম	দরপত্র জমা দিবার স্থান	সিল মোহর করা খামে সমস্ত তথ্য সহ দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ও তারিখ	জামিন জমারপরিমান (টাকা)	ডাকের সর্বনিম্ন পরিমান (টাকা)	দরপত্র খোলার তারিখ এবং সময়
১.	শিল্যা	বর্ধমান সদর	জেলা বাস্তুকার অফিস, বর্ধমান জিলা পরিষদ	সময় – ২.০০ ঘটিকা এবং তারিখ – ০৮/০২/২০১৭ (বুধবার)	১,৫০,০০০/-	৭,৫০,০০০/-	৩.০০ ঘটিকা, তারিখ ০৮/০২/২০১৭ (বুধবার)
২.	বেগুনকোলা	কাটোয়া			৩০০/-	১,৫০০/-	
৩.	দেওয়ানগঞ্জ				১,৫০,০০০/-	৭,৩৫,০০০/-	
৪.	কমলনগর	কালনা			৩৬,০০০/-	১,৮০,০০০/-	
৫.	মালতিপুর				১,০০০/-	৫,০০০/-	
৬.	হাটকালনা				১,০০০/-	৫,০০০/-	
৭.	মেড়তলা				১,২০০/-	৬,০০০/-	
৮.	কাষ্ঠশালী				১,২০০/-	৬,০০০/-	
৯.	শঙ্করপুর				২০,০০০/-	১,০০,০০০/-	
১০.	তামাঘাটা				৮,০০০/-	৪০,০০০/-	
১১.	মাজিদা				১,০০০/-	৫,০০০/-	
১২.	এড্রাকপুর (চুপি)				৫০,০০০/-	২,৬০,০০০/-	
১৩.	জলুইডাঙ্গা				২,৫০০/-	১২,০০০/-	
১৪.	চরকমলনগর				১,০০০/-	৫,০০০/-	
১৫.	নারকেলতলা				১,০০০/-	৫,০০০/-	

১৮/০১/২০১৭
জেলা বাস্তুকার
বর্ধমান জিলা পরিষদ

স্মারক সংখ্যা ঃ- ডি.ই./ফেরী /৯৬৫/৭৫ তারিখ ঃ-১৮/০১/২০১৭

প্রতিলিপি-

মাননীয় সভাধিপতি/নির্বাহী আধিকারীক/অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারীক/অর্থ নিয়ামক ও মূখ্য হিসাব আধিকারীক/কর্মাধ্যক্ষ, পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতি/সচিব, বর্ধমান জিলা পরিষদ/মহকুমা শাসক (সকল)/নির্বাহী বাস্তুকার, পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীন উন্নয়ন সংস্থা, বর্ধমান ডিভিশন/দূর্গাপুর ডিভিশন/ সভাপতি (সকল পঞ্চায়েত সমিতি)/নির্বাহী আধিকারিক (সকল পঞ্চায়েত সমিতি)/ সহ বাস্তুকার (সকল), জিলা পরিষদ/অবর সহ বাস্তুকার (সকল), জিলা পরিষদ/প্রধান সংশ্লিষ্ঠ গ্রাম পঞ্চায়েত/জেলা তথ্য বিশ্লেষক, বর্ধমান জিলা পরিষদ এর অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরিত হইল।

১৮/০১/২০১৭
জেলা বাস্তুকার
বর্ধমান জিলা পরিষদ

বর্ধমান জিলা পরিষদ

কারিগরি বিভাগ

কোর্ট কম্পাউন্ড, পোঃ ও জেলা - বর্ধমান (পিন-৭১৩১০১)

ইজারাদারদের ইজারার বিষয়ে প্রযোজ্য বিশেষ শর্তাবলি

স্মারক সংখ্যা-ডি.ই./ফেরী/৯৩৫ তারিখ- ১৮/০১/২০১৭

১. প্রতিটি যাত্রীবাহী নৌকাতে লাইফ জ্যাকেট সহ আনুসাঙ্গিক সুবিধা রাখা বাধ্যতামূলক।

২. ফেরীঘাটের দুপাশে মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচারে ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক।

৩. প্রতিটি ফেরীঘাটে অবশ্যই ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সের মধ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ডুবুরি রাখা বাধ্যতামূলক।

৪. শিশু সহ যে সমস্ত যাত্রী সাঁতার জানেন না তাদের নৌকায় ওঠার আগে লাইফ জ্যাকেট বা সেফটি বেল্ট পড়ানো বাধ্যতামূলক।

৫. পারাপারকারী যাত্রীদের অবশ্যই টিকিট দেওয়া বাধ্যতামূলক। শিশুদের কোন ভাড়া নেওয়া চলবেনা কিন্তু তাদের পাশ দেওয়া বাধ্যতামূলক।

৬. প্রতিটি ফেরীঘাটের প্রবেশপথ ও বাহির পথের গেটে তালা ও চাবির ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক।

৭. নৌকায় নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী ওঠার পর গেট বন্ধ করে দিতে হবে। এজন্য পর্যাপ্ত পরিমান কর্মচারী নিয়োগ বাধ্যতামূলক।

৮. পরিবহন ব্যবস্থার মতো নিয়ম করে প্রতিটি নৌকার ফিটনেশ পরীক্ষা করানো বাধ্যতামূলক।

৯. ফেরীঘাটের ইজারাদারকে নিজস্ব খরচে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা বাধ্যতামূলক।

১০. প্রতিটি যাত্রীবাহী নৌকায় যাত্রী পরিবহন ক্ষমতা নৌকায় ও ফেরীঘাটে লিখে রাখা বাধ্যতামূলক।

১১. সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফেরী মাসুলের তালিকা প্রতিটি ফেরীঘাটে টাঙিয়ে রাখা বাধ্যতামূলক।

১২. স্নানের ঘাট ও যাত্রী পারাপারের ঘাট অবশ্যই আলাদা করতে হবে।

১৩. নৌকার মাঝি সহ সমস্ত কর্মচারীর সচিত্র পরিচয় পত্র ফেরীঘাটে রাখা বাধ্যতামূলক।

১৪. প্রতিটি ফেরীঘাটে এবং নৌকাতে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক।

১৫. নৌকাপিছু প্রয়োজনীয় তথ্য সহ আলাদা আলাদা ফাইল রাখা বাধ্যতামূলক।

১৬. ২৪ ঘন্টা ফেরীঘাটে কর্মচারী থাকা বাধ্যতামূলক।

১৭. প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় খেয়া পারাপার বন্ধ রাখতে হবে।

১৮. যাত্রী নামা-ওঠার জন্য উপযুক্ত নিরাপদ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৯. ফেরীঘাটে প্রতিটি নৌকার ক্রমিক সংখ্যা লেখা বাধ্যতামূলক।

২০. ফেরীঘাটে একজন নৈশপ্রহরী রাখা বাধ্যতামূলক।

২১. লিজগ্রহীতাকে ফেরীঘাটের সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসের সাথে দুরাভাষে যোগাযোগের ব্যবস্থা সর্বদা রাখা বাধ্যতামূলক।

২২. স্থানীয় প্রশাসন বা জেলা প্রশাসন যে কোন সময় ফেরীঘাটের ব্যবস্থাদি সরজমিনে তদারকি করিতে পারে এ বিষয়ে ইজারাদারকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

জেলা বাস্তুকার
বর্ধমান জিলা পরিষদ